শানে বিলালে হাবশী رضي الله عنه

03-September-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ
نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ اللّٰہَ وَكَّلَ بِقَبۡرِیۡ مَلَكًااَعۡطَاہُ اَسۡمَاعَ الۡخَلَائِقِ فَلَا یُصَلِّیۡ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی یَوۡمِ الۡقِیَامَۃِ اِلَّا اَبۡلَغَنِیۡ بِاِسۡمِہٖ وَاِسۡمِ اَبِیۡہِ ھٰذَا فُلَانُ بۡنُ فُلَانٍ قَدۡ صَلّٰی عَلَیۡكَ অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** একজন ফিরিশতা আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন,যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শুনার ক্ষমতা দান করা হয়েছে, ব্যস কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তবে সে (ফিরিশতা) আমাকে তার এবং তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করে (যে,) অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি এই দরূদ শরীফ পাঠ করেছে। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়্যা, বাবু ফিস সালাতি আলান নবী..., ১০/২৫১, হাদীস ১৭২৯১)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِیَّۃُ الۡمُؤۡمِنِ خَیۡرٌ مِّنۡ عَمَلِہٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوۡبُوۡا اِلَی اللہ! ,اُذۡکُرُ اللہ! ,صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিতে তো প্রত্যেক সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নিজস্ব মর্যাদা রয়েছে, কিন্তু ঐ সম্মানিত মনিষীদের মাঝে হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, তিনি দ্বীন ইসলামের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। খোদাভীতি হোক বা ইশকে রাসূল, তাকওয়া ও পরহেযগারীতা হোক বা ইবাদত ও রিয়াযত, কারামত হোক বা অটলতা, বিনয় ও নম্রতা হোক বা উত্তম চরিত্র, তাঁর পবিত্র সত্তায় এসব গুণাবলীর ঝলক দেখা যায়, তাঁর মর্যাদা এমন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। তো আসুন! আজ আমরাও তাঁর আলোচনা, সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, মর্যাদা বিশেষকরে তাঁর ঈমানের উপর অটলতা এবং ইশকে রাসূলের ঘটনাবলী শুনবো। আসুন! সর্বপ্রথম হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ এর একটি ঘটনা শুনি;

হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ এর মুক্তি

হযরত উরওয়া বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: একদিন (উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهَا এর চাচাত ভাই) ওরাকা বিন

নওফেল হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো আর তাঁকে (ইসলাম গ্রহন করার কারণে) প্রহার করা হচ্ছিলো আর এই অবস্থায়ও তিনি "اَحَدٌ اَحَدٌ অর্থাৎ **আল্লাহ** এক, **আল্লাহ** এক" বলে যাচ্ছিলেন। ওরাকা বিন নওফেল তাকিয়ে বললেন: বিলাল! **আল্লাহ পাকে**রই নাম নিতে থাকো। অতঃপর উমাইয়া বিন খালাফ যে হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে প্রহার করছিলো, তার দিকে তাকিয়ে বললো: **আল্লাহ পাকে**র শপথ! যদি তুমি তাঁকে এই কারণে শহীদ করে দাও তবে আমি রহমত ও বরকত লাভের জন্য তাঁর মাযার বানাবো। একদিন আমিরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর সেই লোক হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে এমনই আচরণ করছিলো তখন আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উমাইয়া বিন খালাফকে বললেন: এই বেচারার ব্যাপারে তুমি কি **আল্লাহ পাক**কে ভয় করোনা? কতক্ষণ তাঁকে কষ্ট দিতে থাকবে? উমাইয়া বললো: আপনিই তাকে বিগড়ে দিয়েছেন, আপনিই তাঁকে এই কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নিন, যা আপনি দেখছেন। তখন আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমার নিকট বিলালের চেয়ে স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী গোলাম (অর্থাৎ খাদিম) রয়েছে, বিলালকে আমাকে দিয়ে তাকে তুমি নিয়ে নাও। বলতে লাগলো: মঞ্জুর। তখন আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উমাইয়াকে নিজের গোলাম দিয়ে হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে নিয়ে নিলেন আর তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, বিলাল বিন রবাহ, ১/১৯৯, নম্বর ৪৮৬)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর **আল্লাহ**র রাস্তায় কত পরীক্ষা এসেছে, কিন্তু তবুও বাতিলের সামনে নিজের মাথাকে নত করেননি, যেনো তাঁর এই ভাবনা ছিলো যে, প্রাণ যায় তো যাক কিন্তু দ্বীন ইসলামকে ছেড়ে বাতিলের সামনে মাথা যেনো নত না হয়। তাঁর এই কর্ম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, সত্যের পথে যদি নিজের সবকিছুই বিলিয়ে দিতে হয়, তবু সত্যের সঙ্গ ছাড়বে না এবং দৃঢ়ভাবে বাতিলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। দুনিয়ায় এর

বিনিময় যদিও কিছুই পাওয়া না যায় তবে এমন লোকের আখিরাত নিশ্চয় সজ্জিত হয়ে যাবে, **আল্লাহ পাকের** দরবার থেকে নেয়ামত ও দয়ার বর্ষন হতে থাকবে।

হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত একনিষ্টতা এবং অটলতার সহিত দ্বীন ইসলামের উপর দৃঢ়চিত্তে অটল ছিলেন, **আল্লাহ**র পথে প্রাণের বাজি লাগিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তাঁর অটলতা দৃঢ়তা বিন্দুমাত্র কমেনি, দ্বীন ইসলাম কবুল করার বিনিময়ে নিপীড়নের জীবন অতিবাহিত করার পরও কখনো মুখে অভিযোগ আসেনি। এথেকে ঐসকল লোকদের শিক্ষা অর্জন করা উচিৎ, যারা সাহাবীদের ভালবাসার দাবী তো করে, কিন্তু সামান্য আঘাতেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, সামান্য কষ্ট পেতেই অধৈর্য হয়ে পড়তে দেখা যায়।

একটু ভাবুন তো! হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এত কষ্ট সহ্য করার পরও, যেনো মুখে এটাই বলছিলেন যে, প্রাণ তো যেতে পারে তবুও কলেমা যেতে পারে না। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, তাঁর চরিত্রের উপর আমল করে জীবন অতিবাহিত করা, তাঁর কোরবানীর ঘটনাবলী পাঠ করে এবং তাঁর মুবারক আলোচনা করে নিজের ঈমানকে সতেজ করা। আসুন! তাঁর ঈমানের উপর অটলতা ও দৃঢ়তার আরো ঘটনাবলী শুনার পূর্বে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শুনি:

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

✯ হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বনী জুমাআ গোত্রের গোলাম ছিলেন। ✯ তাঁর নাম বিলাল, পিতার নাম রবাহ এবং সম্মানিতা মায়ের নাম ছিলো হামামা। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, বিলাল বিন রিবাহ, ১/২০০) ✯ তাঁর উপনাম হলো আবু আব্দুল্লাহ, আবু আব্দুল করীম, আবু আব্দুর রহমান এবং আবু আমর হাবশী। (আল ইস্তিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, নম্বর ২১৪, বিলাল বিন রিবাহ, ১/২১৮) ✯ মুয়াজ্জিনে রাসূল এবং সৈয়্যদুল মুয়াজ্জীন (আযান প্রদানকারীদের সর্দার) উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বিলাল একজন ভাল মানুষ আর মুয়াজ্জিনদের সর্দার। (মু'জামু কবীর, ৫/২০৯, হাদীস ৫১১৯) ✯ তিনি প্রাথমিক যুগে ইসলাম কবুলকারী সৌভাগ্যবানদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। (সিফতুস সাফওয়াতি, ১/২২৭) ✯ হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একা ইবাদতকারী, ফযীলত সম্পন্ন ও দানশীল, আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আযাদকৃত

গোলাম। ✯ তাঁকে দ্বীন ইসলাম কবুল করার জন্য অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে। তিনি **উভয় জগতের সর্দার, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খাজাঞ্চী (হিসাব রক্ষক) ছিলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা পোষণকারী, নেককাজে অগ্রগামী এবং **আল্লাহ পাকের** সত্তার প্রতি পরিপূর্ণ ভরসাকারী ও বিশ্বাসী ছিলেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, বিলাল বিন রিবাহ, ১/১৯৯) ✯ তিনি ইসলামের সত্য এবং পবিত্র অন্তরের ছিলেন। ✯ দুপুরের সময় যখন গরম খুব বেড়ে যেতো তখন উমাইয়া বিন খালাফ তাঁকে বাইরে এনে মক্কার উত্তপ্ত বালুকাময় ময়দানে পিটের উপর শুয়ায়ে দিতেন অতঃপর বড় পাথর আনার আদেশ দিতেন এবং তা তাঁর বুকের উপর রেখে দেয়া হতো। কিন্তু তিনি এই কঠিন বিপদে গ্রেফতার হওয়ার পরও "اَحَدٌ اَحَدٌ অর্থাৎ **আল্লাহ** এক, **আল্লাহ** এক" ঘোষনা করে যেতেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, বিলাল বিন রিবাহ, ১/২০০) ✯ তাঁর ওফাত ২০ হিজরীতে হয়েছে। (ইবনে আসাকির, নম্বর ৯৭৪, বিলাল বিন রিবাহ, ১০/৪৪৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতিক এবং ইসলামের বাস্তব প্রতিবিম্ব, ইসলামের প্রতি ভালবাসা পোষনকারী, ইসলামের জন্য কষ্ট সহ্যকারী এবং নিজের প্রাণ পর্যন্ত কুরবানকারী ছিলেন। আসুন! তাঁর ঈমানের উপর অটলতার আরো একটি ঘটনা শুনি;

ইসলামের বাস্তব প্রতিবিম্ব

হযরত আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একদিন আমি হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তাঁকে উতপ্ত মাটিতে শয়ন করিয়ে শাস্তি দেয়া হচ্ছিলো (গরমের উত্তাপ এত বেশি ছিলো যে,) যদি এই মাটিতে মাংসের টুকরো রেখে দেয়া হতো তবে তা সিদ্ধ হয়ে যেতো।

(সবলূল হুদা ওয়ার রিশাদ, জিমাআল আবওয়াবু বা'দাল উমুর..., ২/৩৫৭)

ঈমানের গুরুত্ব

হে আশিকানে সাহাবা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর ঈমানের উপর কিরূপ দৃঢ়ভাবে অটল ছিলেন। আফসোস! বর্তমানে

অনেক লোক ঈমানের হিফাযতের প্রতি উদাসিন দেখা যায়, যেমন অনেক মূর্খ مَعَاذَ الله এমন দুলে দুলে গান শুনে থাকে বা সাথে সাথে মনের আনন্দে গুনগুন করতে থাকে যাতে কুফরী বাক্য অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, আফসোস! দ্বীনি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তাদের এই বিষয়ে অনুভূতিও নেই যে, সে কুফরী পঙতি শুনছে বা গাইছে। অনুরূপভাবে যখন কোন বিপদ বা কষ্ট আসে যেমন; যুকব ছেলে বা মেয়ে মারা গেলো, হঠাৎ দূর্ঘটনা ঘটে গেলো তবে অনেক মূর্খ ব্যক্তি অভিযোগ এবং অনুযোগ ভরা এমন বাক্য বলে ঈমানকে কঠিন ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। **আল্লাহ পাক** আমাদের অবস্থার প্রতি দয়া করুক এবং আমাদের ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তা দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে বিলালে হাবশী! আমরা হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঈমানের উপর অটলতা সম্পর্কে শুনছিলাম। আসুন! এব্যাপারে আরো কিছু শুনি।

ঈমানের উপর অটল

বর্ণিত আছে: তাঁকে দ্বীন ইসলাম থেকে সরানোর জন্য অনেক সময় অমুসলিমরা তাঁকে বেঁধে শিশুদের সমর্পন করে দিতো, যারা তাঁকে মক্কার অলিতে গলিতে টেনে নিয়ে যেতো, কিন্তু এরপরও তাঁর মুখে "اَحَدٌ اَحَدٌ অর্থাৎ **আল্লাহ** এক, **আল্লাহ** এক" অব্যাহত ছিলো।

(মুসান্নিফ লিইবনে আবী শায়বা, কিতাবুল ফাযায়িল, বাবু ফি বিলাল ওয়া ফাদলুহু, ৭/৫৩৭, হাদীস ১)

হে আশিকানে বিলালে হাবশী! আপনারা শুনলেন তো! হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দ্বীন ইসলামকে কিরূপ ভালবাসতেন, দ্বীন ইসলামের উন্নতির জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য এটাই ছিলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর কর্ম দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মুসলমানদেরকে এটা জানিয়ে দিয়েছেন যে, একজন মুসলমানের দ্বীন ইসলাম এবং **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি কিরূপ ভালবাসা থাকা উচিৎ। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর চাহিদা, মালামাল, সন্তান সন্ততি ও নিকটাত্মীয় এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ভালবেসেছেন এবং এই ভালবাসাকে সর্বদা অন্তরে

ধরে রেখেছেন, ফলে তাঁর কর্মে খুশি হয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অনেকবার তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করেছেন এবং জান্নাতে নিজের গোলামের পায়ের আওয়াজও শুনেছেন।

পায়ের আওয়াজ

মিরাজ রজনীতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জান্নাতে কারো পায়ের আওয়াজ শুনলেন, যা সম্পর্ক তাঁকে জানানো হলো যে, তা হলো হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পায়ের আওয়াজ।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবে ওমর, ২/৪১৮, হাদীস ৬০৩৭)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! উৎসর্গিত হয়ে যান হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শানের প্রতি যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** গোলামের পায়ের আওয়াজ জান্নাতে শুনছেন, তাঁর এই মর্যাদা কোন আমলের কারণে অর্জিত হয়েছে, আসুন! শুনি;

জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো আমল

হযরত বুরায়দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: এক সকালে **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জাগ্রত হলেন তখন হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ইরশাদ করলেন: হে বিলাল! কোন বিষয়টি তোমাকে আমার পূর্বে জান্নাতে নিয়ে গেছে? আজ রাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করলে আমি আমার সামনে সামনে তোমার পায়ের আওয়াজ শুনেছি। তখন হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি (অযু করার পর) সর্বদা দুই রাকাত নামায পড়েই আযান দিই আর যখন আমি অযু বিহীন হয়ে যাই তবে সাথে সাথেই অযু করে নিই। তখন **দয়ালূ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: (আচ্ছা!) এটাই তবে কারণ।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু ফি মানাকিবে আবী হাফস..., ৫/৩৮৫, হাদীস ৩৭০৯)

হে আশিকানে সাহাবা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র সত্তায় নফল ইবাদতের কিরূপ মহান প্রেরণা ছিলো, এবার আমরা যদি একটু আমাদের সমাজের দিকে দৃষ্টি দিই, তবে জানতে পারবো যে, অনেকে এমন রয়েছে, যারা নফলের পাশপাশি ফরয ও ওয়াজিব আদায়েও উদাসিন, অনেক লোক বন্ধুর সাথে অহেতুক কথাবার্তায় ঘন্টার পর ঘন্টা নষ্ট করে দেয়,

অনুরূপভাবে বিবাহ শাদীর দাওয়াতে দুই ঘন্টা পুর্বেই পৌঁছে যায়, কিন্তু আফসোস! নামাযের জন্য ১০ মিনিটও তাদের নিকট সময় নেই, বরং অনেকের অবস্থা এমন যে, তারা মসজিদের পৌঁছলেও তা একেবারে জামাআতের সময়, জুমার দিনে একেবারে খুতবার সময় তাড়াতাড়ি অযু করে মসজিদের মেঝেতে অযুর পানি ফোঁটা ফেলতে ফেলতে জামাআতে অংশগ্রহন করে, অথচ মসজিদের মেঝেতে অযুর পানি ফোঁটা পড়া শরয়ীভাবে ঠিক নয়।

আমরা একটু ভাবী! আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে (Purpose of life) ভূলে **আল্লাহ পাকে**র হক ক্ষুন্ন করাতে দিনরাত অতিবাহিত করছি না তো?

মনে রাখবেন! ঈমান ও আকীদা বিশুদ্ধ হওয়ার পর নামায **আল্লাহ পাকে**র হক সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হক, যেমনটি ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ৯ম খন্ডের ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: ঈমান ও বিশুদ্ধ আকীদার পর **আল্লাহ পাকে**র সমস্ত হক সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মহান হক হলো নামায।

নামায বরবাদ করার কারণে কবর ও হাশরে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সম্মুখিন হতে হবে।

বে-নামাযীর শাস্তি

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামায বর্জনকারীদের চেহারা কালো হয়ে যাবে এবং নিশ্চয় দোযখে তাদের জন্য উপত্যকা রয়েছে, যাকে "লামলাম" বলা হয়, এতে সাপ রয়েছে এবং প্রতিটি সাপ উটের ন্যায়, তাদের দৈর্ঘ্য একমাসের দূরত্বের সমান, যখন তারা বে-নামাযীকে দংশন করবে তখন তার বিষ ৭০ বছর পর্যন্ত তার শরীরে জোশ মারতে থাকবে, অতঃপর তার মাংস গলে হাঁড় থেকে পৃথক হয়ে যাবে। **(কিতাবুল কাবায়ির, ২৬ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে রাসূল! খোদাভীতিতে কেঁপে উঠা উচিৎ, উদাসিনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া উচিৎ এবং আজ থেকে নিয়মিত নামায শুরু করে দেয়া উচিৎ, শুধুমাত্র পাচঁ ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম সারিতে জামাআত সহকারে আদায় নয় বরং তাহিয়্যাতুল অযু ও অন্যান্য নফলও নিয়মিত পড়া উচিৎ। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ তাহিয়্যাতুল

অযুর উৎসাহ তো আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর প্রদত্ত ৭২টি মাদানী ইনআমাত নামক পুস্তিকায়ও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এই নফল পড়াতে এই নেক কাজের উপরও আমল হয়ে যাবে। আসুন! নিয়মিত নফল নামায পড়ার মানসিকতা বানাতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

নফলের ফযীলত

১. ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুই রাকাত নফল আদায় করলো, যাতে নিজের অন্তরে কোন কথা বললো না, তবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(বুখারী, কিতাবুল অযু, বাবুল অযু সালাসান সালাসান, ১/৭৮, হাদীস ১৫৯)

২. ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি উত্তম পদ্ধতিতে অযুর করে আর দুই রাকাত একাগ্রচিত্তে নফল আদায় করে তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

(মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাবু যিকরিল মুস্তহাব আকবুল অযু, ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৪৩)

৩. ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করলো, অতঃপর উঠে দুই বা চার রাকাত নফল নামায পড়লো এবং এর রুকু ও সিজদা, বিনয় ও একাগ্রতার সহিত আদায় করলো অতঃপর **আল্লাহ পাকের** নিকট মাগফিরাত কামনা করলো তবে দয়ালু প্রতিপালক তাকে মাগফিরাত করে দিবেন। **(মুসনাদে আহমদ, ১০/৪৩০, হাদীস ২৭৬১৬)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বিলালে হাবশীর ইশকে রাসূল

হে আশিকানে সাহাবা! হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র গুণাবলী এতবেশি যে, এই সংক্ষিপ্ত সময় সেই বিশেষত্বকে বর্ণনা করার জন্য যথেষ্ট নয়, কিন্তু একটি গুণ অনন্য ও অতুলনীয় আর তা হলো **ইশকে রাসূল**। হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ও গোলামিতে এমনভাবে মগ্ন থাকতেন যে, তাঁর দুনিয়ার কোন কিছুর প্রতি তাঁর কোন সম্পর্ক থাকতো না। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সবকিছু সহ্য করতে পারতেন কিন্তু তিনি এটা কখনো সহ্য করতে পারতেন না যে, কেউ তাঁর **নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শানে সামান্যতম বেআদবী করার সাহস করবে, এই প্রকৃত ভালবাসার সদকায় হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দুনিয়া ও আকিরাতে এমন মর্যাদা পেয়েছেন যে, তাঁর ভাগ্যের প্রতি ঈর্ষা

হয়। এটা তাঁর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ যে, কঠিন থেকে কঠিনতর সময়েও হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর তাঁর **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাতের আনন্দ ছিলো। আসুন! নিজেদের অন্তরে ইশকে রাসূলকে জাগ্রত করার নিয়্যতে হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইশকে রাসূলের এমনই একটি ঘটনা শুনি।

হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাতের আনন্দ

যখন হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মৃত্যুর রোগে রূহ বের হওয়ার অবস্থা বিরাজ করছিলো তখন তার স্ত্রী অস্থির হয়ে এরূপ বললো: "وَاحُزۡنَاہُ" হায়রে আমার বিপদ! তখন হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চোখ খুললেন এবং ছটফট করে বললেন: "وَاطَرَبَاہُ" বাহ আমার আনন্দ! শেষ বাক্য যা তাঁর মুখ মুবারক থেকে বের হলো তা ছিলো: غَدًا نَلۡقَی الۡاَحِبَّۃَ مُحَمَّدًا وَّحِزۡبَہٗ কাল আমি আমার বন্ধুদের অর্থাৎ **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তাঁর সকল সাহাবীদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সাথে সাক্ষাত করবো। **(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু যিকরিল মউত, আল বাবুল হামিস, ৫/২৩১)**

হে আশিকানে বিলালে হাবশী! আপনারা শুনলেন তো! প্রকৃত আশিক হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কিরূপ প্রকৃত মর্যাদার আশিক ছিলেন যে, মৃত্যুকে মুচকী হেসে আলিঙ্গন করছেন, এই জন্য যে, মৃত্যুর পর **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিতি নসীব হবে, জান্নাতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সাথে সাক্ষাত হবে। হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর কর্ম দ্বারা এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন এবং শিখিয়েছেন যে, **ইশকে রাসূলই** সত্য দ্বীনের প্রথম শর্ত, সফর হোক অবস্থানে, জীবনের নিঃশ্বাস চলুক বা মৃত্যুর সময় হোক মোটকথা সবস্থানে সব ব্যাপারে তিনি রাসূলের ভালবাসাকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে রেখেছিলেন এবং ইশকে রাসূলে নিজেকে মগ্ন করে দিয়েছেন, এই কারণেই আজ হাজারো বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাসূলের আশিকদের হৃদয়ের স্পন্দন হয়ে আছেন আর অপরদিকে রাসূলের ভালবাসার দাবীকারী ঐ লোকেরা যারা মুখের বুলি পর্যন্তই **ইশকে রাসূলের** দাবী আর কর্মে **ইশকে রাসূল** থেকে পুরোপুরি খালি।

একটু ভাবুন তো! **ইশকে রাসূলের** দাবীকারী কি বিনা কারণে ঝগড়া বিবাদ করে? প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজে? গালি দেয়? সভ্যতা ও নৈতিকতা কি ছেড়ে দেয়? দাঁড়ি মুন্ডন বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করে? মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়? নিশ্চয় না এবং কখনোই না। বরং একজন সত্যিকার আশিকের সর্বদা এটাই চেষ্টা থাকে যে, তার মাহবুব যেনো তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, যার জন্য সে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করার চেষ্টা করে, সে তার মাহবুবের দৈনন্দিক কর্মকান্ড সমূহ নোট করে অতঃপর তার নিজের মনের মাঝে গেঁথে নিয়ে বুকে লাগায়, নিজের জীবন এবং নিজের সমস্ত কর্মকান্ড মাহবুবের পছন্দ অনুযায়ী করার চেষ্টা করে এবং যে বিষয়গুলো মাহবুবের অপছন্দ সেও তা অপছন্দ করে আর যে বিষয়গুলো মাহবুবের সাথে সম্পর্কীত হয়ে যায়, তাও আশিকের দৃষ্টি প্রিয় হয়ে যায়, এই কারণেই হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গোত্রকে খুবই ভালবাসতেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করতেন।

কোরাইশদের জন্য দোয়া করতেন

হযরত উরওয়া বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: বনু নাজ্জার গোত্রের এক সাহাবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: মসজিদে নববী শরীফের পাশে আমার ঘরই সবচেয়ে উঁচু ছিলো এবং এতেই হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফজরের আযান দিতেন, তিনি রাতের শেষভাবে এসে বাড়ির ছাদে বসে যেতেন এবং ফজর উদিত হওয়ার অপেক্ষা করতেন, যখন তা দেখতেন তখন এই দোয়া প্রার্থনা করতেন: اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَحۡمَدُکَ وَاَسۡتَعِیۡنُکَ عَلٰی قُرَیۡشٍ اَنۡ یُّقِیۡمُوۡا دِیۡنَکَ হে **আল্লাহ পাক**! আমি তোমার হামদ এবং কোরাইশের ব্যাপারে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি যে, তারা যেনো তোমার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে। এরপর আযান দিতেন, সেই সাহাবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: **আল্লাহ**র শপথ! আমার জীবনে একটি রাতও এমন ছিলো না যে, তিনি এই দোয়া করেননি।

(আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবুল আযান ফওকুল মিনারা, ১/২১৯, হাদীস ৫১৯)

হে আশিকানে সাহাবা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে দু'টি বিষয় জানা গেলো:

(১) যখন আযানের পূর্বে কোরাইশের জন্য দোয়ার বাক্য বলা জায়িয এবং বিলালের সুন্নাত, তবে আযানের পূর্বে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য দোয়া করা

অর্থাৎ দরূদ ও সালাম পাঠ করাও নিঃসন্দেহে জায়িয বরং অসংখ্য প্রতিদান ও সাওয়াবের উপলক্ষ্য।

(২) হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আযানের পূর্বে নিজের জন্য এবং হুযুর **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গোত্রবাসীদের জন্য প্রতিদিন দোয়া করতেন। আমাদেরও উচিৎ যে, যখনই দোয়া করি তবে শুধু নিজের জন্যই নয় বরং সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করা, কেননা এটা দোয়া কবুলের আদবের অন্তর্ভূক্ত।

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যদি দোয়া প্রার্থনাকারী স্বয়ং দানের উপযুক্ত না হয় তবে কোন বান্দার মাধ্যম হয়ে উদ্দেশ্যে স্থলে পৌঁছে যাবে অর্থাৎ যদি দোয়া প্রার্থনাকারী স্বয়ং এমন যে, তাকে কিছুই দেয়া হবে না তবে কোন নেককারের সদকায় সে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। (ফাযায়িলে দোয়া, ৮৬ পৃষ্ঠা)

হযরত আবু শায়খ আসবাহানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হযরত সাবিত বুনানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে বর্ণনা করেন: আমাকে বলা হয়েছে; যে ব্যক্তি মুসলমান পুরুষ ও মহিলার জন্য কল্যাণের দোয়া করে, কিয়ামতের দিন যখন তাদের মজলিশের পাশ দিয়ে গমন করবে তখন একজন বলবে: এই ব্যক্তি হলো সেই, যে তোমাদের জন্য দুনিয়ায় কল্যাণের দোয়া করেছিলো, ব্যস তারা তার শাফায়াত করবে এবং **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আরয করে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। (ফাযায়িলে দোয়া, ৮৬ পৃষ্ঠা)

মনে রাখবেন! ✯ দোয়া দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম। ✯ **আল্লাহ পাকে**র নৈকট্য অর্জন করা, তাঁর মহান দরবার থেকে উদ্দেশ্য অর্জনের অনন্য মাধ্যম। ✯ ক্ষমা ও মাগফিরাতের বার্তা অর্জন করা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদাপদ থেকে মুক্তির খুবই সহজ পন্থা। ✯ একটি অনন্য ইবাদত এবং **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক সুন্নাত এবং ✯ দোয়া গুনাহগার বান্দার হকে **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে একটি অনেক বড় নেয়ামত ও সৌভাগ্য।

কোরআনে করীমের ২৬তম পারা সূরা মুহাম্মদের ১৯নং আয়াতে সমস্ত মুসলমানের জন্য দোয়া করা সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ

(পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে মাহবূব! আপন খাস লোকদের এবং সাধারণ মুসলমান পুরুষ ও নারীদের পাপরাশির ক্ষমা-প্রার্থনা করুন!

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ (অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক!** আমাকে ক্ষমা করুন) বলতে শুনেছেন। ইরশাদ করলেন: যদি সকল মুসলমানকে দোয়ায় অন্তর্ভূক্ত করতে তবে তোমার দোয়া কবুল হতো।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সিফতুস সালাত, ২/২৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "সাপ্তাহিক মাদানী হালকা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! নিজের দোয়ায় অন্যান্য মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত করা দোয়া কবুলের নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, যখনই দোয়ার তৌফিক নসীব হবে তখন মনে করে সকল মুসলমান বিশেষকরে পীর ও মুর্শিদ, পিতামাতা, শিক্ষকবৃন্দ এবং মরহুমদেরও দোয়ায় অন্তর্ভূক্ত করা উচিৎ। যদি আমরা আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত থাকি তবে আমাদেরও মুসলমানদের জন্য দোয়া করার প্রেরণ পেতে থাকবো, সুতরাং আজই বরং এখন থেকেই এই মাদানী পরিবেশকে আঁকড়ে ধরুন এবং যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহনকারী হয়ে যান।

যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"সাপ্তাহিক মাদানী হালকা"**। যার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাভাষির ব্যক্তিদের জন্য ডিভিশন পর্যায়ে সাপ্তাহিক মাদানী হালকার ব্যবস্থা করা হয়, যাদ্বারা বিভিন্ন পেশার মানুষের নিকট নেকীর দাওয়াত এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিচিতি পৌঁছাতে সাহার্য হয়, তাছাড়া ছোট শহরগুলোতে বা এমন স্থানে যেখানে কোন কারণে সাপ্তাহিক ইজতিমা এখনো শুরু হয়নি, সেখানে সাপ্তাহিক মাদানী হালকা বা মসজিদ ইজতিমার ব্যবস্থা করা হয়। সাপ্তাহিক মাদানী হালকার জাদুয়ালে তিলাওয়াত, নাত শরীফ, সুন্নাতে ভরা

বয়ান, দোয়া এবং দরূদ ও সালামও অন্তর্ভূক্ত। যেকোন শহরে বা এলাকায় একের অধিক সাপ্তাহিক মাদানী হালকা আলাদা আলাদা দিনে এবং বিভিন্ন স্থানে করা যেতে পারে। আপনিও দ্বীনি কাজে অগ্রগতির জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সঙ্গ দিন, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ এই মাদানী পরিবেশের বরকতে অনেক পথহারা লোকের সংশোধন হয়েছে।

রহমতের বর্ষন

মুর্শিদের দেশের এক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে গুনাহের অন্ধকার গর্তে নিমজ্জিত ছিলো। দুনিয়ার রঙ তামাশায় এতই মগ্ন ছিলো যে, না নামাযের হুঁশ ছিলো আর না কবর ও আখিরাতের কোন চিন্তা। ব্যস দুনিয়া অর্জন করাই ছিলো জীবনের উদ্দেশ্য। এভাবে জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো দুনিয়া অর্জনের জন্য নষ্ট হতে থাকে। **আল্লাহ পাক** আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সালামত রাখুক এবং একে উন্নতি দান করুক, কেননা এই সংগঠনের বরকতে লাখো লাখ মুসলমান নেকীর পথে পরিচলিত হচ্ছে। হলো কি! একদিন **আল্লাহ পাকে**র প্রদত্ত তৌফিকে নামাযের জন্য সে মসজিদে গেলো। নামায আদায় করার পর তার মসজিদে হওয়া মাদানী দরসে (ফয়যানে সুন্নাতের দরস) বসার সৌভাগ্য হলো। দরস ভাল লাগলো, শেষে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার উৎসাহ প্রদান করা হলো, সেও ইজতিমায় অংশগ্রহন করার নিয়্যত করলো এবং নির্দিষ্ট সময়ে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পৌঁছে গেলো। যেখানে একটি নতুন পরিবেশে বিদ্যমান ছিলো, চারিদিকে সুন্নাতের বসন্ত বিরাজ করছিলো, একটি মোহনীয় পরিবেশ ছিলো, হৃদয়গ্রাহী বয়ান এবং ভাবগাম্ভির্য পূর্ণ দোয়া তার অন্তরের দুনিয়াই পাল্টে দিলো। সে নিজের পূর্ববর্তি গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফ, বাবরী চুল এবং চেহারায় দাঁড়ি সাজিয়ে নিলো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইশকে রাসূলের ঘটনাবলী শুনছিলাম, ঈমান আনয়ন ও গোলামী থেকে মুক্তির পর অতুলনীয় আশিক হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর জীবনের মুবারক দিনগুলো **প্রিয় নবী, রাসূলে**

আবরী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে অতিবাহিত করেন। নিঃসন্দেহে সত্যিকার আশিক যখন তার মাহবুবের দীদার না করে তখন তার বিন্দুমাত্র স্বস্তি আসে না, সে মাহবুবকে দেখার জন্য অস্তির হয়ে যায়, এই কারণেই যখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাত হলো তখন হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অবস্থা খারাপ হয়ে গিলো, তিনি মদীনার গলিতে এরূপ বলতে বলতে ঘুরতো যে, লোকেরা! তোমরা কি কোথাও **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখেছো, তবে আমাকেও দেখাও, তাঁর ঠিকানা বলে দাও। এই কষ্টে তিনি মদীনা তায়্যিবা থেকে হিজরত করে সিরিয়ার দিকে চলে যান।

এসেছে ডাক আমার নবীর দরবার থেকে

যখন হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মদীনা তায়্যিবা থেকে হিজরত করে সিরিয়ার এলাকা 'দারইয়া' নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। তখন একরাতে স্বপ্নে **আল্লাহ পাকের মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং ইরশাদ করেন: হে বিলাল! এ কেমন অবিশ্বস্ততা, এখনো কি সেই সময় আসেনি যে, তুমি আমার যিয়ারতের জন্য মদীনায় আসবে। অতুলনীয় আশিক হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে জেগে উঠলেন, বাহনের উপর আরোহন করলো এবং মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। যখন মদীনা তায়্যিবার নূরানী ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রবেশ করলেন, ব্যাকুল হয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাযারে উপস্থিত হলেন, চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো এবং নিজের চেহারা পবিত্র মাযারের বরকতময় মাটিতে লাগাতে লাগলেন, নবী-বাগানের দুইখানি ফুল হযরত হাসানাঈন করীমাঈন (অর্থাৎ হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন) رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا সেখানে তাশরিফ নিয়ে এলেন, তখন হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উভয় শাহাজাদাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং আদর করতে লাগলেন। শাহজাদারা আবেদন করলেন: হে বিলাল! আমরা আপনার সেই আযান শুনতে আগ্রহী যা আপনি ফজরের সময় **নানাজান** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক জীবনে দিতেন।

হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মসজিদে নববী শরীফের ছাদের সেই জায়গায় গেলেন যেখানে তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য জীবদ্দশায় আযান

দিতেন। হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন 'اَللّٰہُ اَکۡبَر اَللّٰہُ اَکۡبَر' ধ্বণিতে আযান শুরু করলেন তখন মদীনা শরীফে লোকেরা আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলো, যখন 'اَشۡهَدُ اَنۡ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه' বাক্যটি বললেন তখন মানুষের অস্তিরতা এমনভাবে বৃদ্ধি পেলো যে, চতুর্দিকে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেলো, অতঃপর যখন 'اَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوۡلُ اللّٰه' এই বাক্যে পৌঁছালেন, তখন লোকেরা নিজেরাই নিজেদের অপরিচিত হয়ে গেলো, একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কি রওযায়ে আনওয়ার থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে এসেছেন?

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর মদীনা শরীফে এত অধিক কান্না-কাটি আর কখনো হয়নি, যা এইদিন দেখা গিয়েছিলো।

(ইবনে আসাকির, ৭/১৩৭, নম্বর ৪৯৩। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৭২০)

হে আশিকানে রাসূল! এটাই বাস্তবতা যে, যে ব্যক্তি রাসূলের ভালবাসায় কান্নাকাটি করে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়ে থাকে, যখন হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের সারা জীবন **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় অতিবাহিত করেছে, তবে **আল্লাহ পাক** তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আগত লোকেদের অন্তরে তাঁর ভালবাসা দিয়ে দিয়েছেন এবং **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর এমন এমন ফযীলত র্বণনা করেছেন, যা পড়ে বা শুনে তাঁর ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পায়।

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় ও স্নেহশীল সাহাবী হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দুনিয়ায় কিরূপ উচ্চ মর্যাদা ছিলো, **আল্লাহ পাকের** দয়া এবং **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সদকায় আখিরাতে তাঁর প্রতি কিরূপ দয়া হবে, আসুন! এসম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শুনি:

মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুখে বিলালের শান

১. **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একবার হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন জান্নাতী উটনীর উপর আরোহন করে আযান দিবে এবং যখন 'اَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوۡلُ اللّٰه' এই বাক্য বলবে তখন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام তাঁদের উম্মতরা হযরত বিলাল (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)

কে তাকিয়ে থাকবে। নবী এবং শহীদরে পর সর্বপ্রথম বিলালে হাবশীকে জান্নাতী পোষাক পরিধান করানো হবে। (ইবনে আসাকির, নম্বর ৯৭৪, বিলাল বিন রিবাহ, ১০/৪৫৯, হাদীস ২৬৫৫)

২. **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন হযরত বিলাল (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) এমন উটের উপর আরোহন করে আসবে, যার হাওদা স্বর্ণ ও ইয়াকুত দ্বারা সজ্জিত হবে, তাঁর সাথে একটি পতাকা থাকবে, সমস্ত মুয়াজ্জিনগণ সেই পতাকার পেছনে পেছনে থাকবে, একপর্যায়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করে দিবে, এমনকি সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে শুধুমাত্র চল্লিশ দিন **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য আযান দিয়েছে। (ইবনে আসাকির, নম্বর ৯৭৪, বিলাল বিন রিবাহ, ১০/৪৬০, হাদীস ২৬৫৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর একটি অনেক সুন্দর গুণ এটাও ছিলো যে, তিনি আযান দিতেন। আযান দেয়া অনেক সুন্দর একটি আমল, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, **আল্লাহ**র সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের জন্য সুযোগ পেলেই এই সৌভাগ্যও অর্জন করা।

হাদীসে পাকে রয়েছে: জ্বিন ও মানব এবং যারাই মুয়াজ্জিনের আহবান শুনবে, তারা কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

(বুখারী, কিতাবুল আযান, বাবু রাফেউস সউত, বিন নিদাআ, ১/২২২, হাদীস ৬০৯)

অনুরূপভাবে ইমামতি করাও অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তি মুশকের টিলার উপর হবে, তারা না চিন্তিত হবে আর না আতঙ্কের শিকার হবে, অন্যদিকে লোকেরা আতঙ্কে থাকবে। তাদের মধ্যে একজন হলো ঐ ব্যক্তি, যে কোরআনে করীমের শিক্ষা অর্জন করেছে অতঃপর **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য সাওয়াবের আশায় কোন জাতীর ইমামত করলো। (মু'জামু কবীর, ১২/৩৩১, হাদীস ১৩৫৮৪) **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে এই দু'টি সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ মুহাররামুল হারামের মুবারক মাস তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই মাসের **১৮** তারিখ মুফতীয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** মুফতী মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী মাদানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওরশ মুবারক। আসুন! তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি।

মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

✯ মুফতীয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** মুফতী মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী মাদানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নাম "মুহাম্মদ ফারুক"। ✯ তাঁর জন্ম ২৬ আগষ্ট **১০৭৬** সালে রমযানুল মুবারক মাসে লাড়কানা, সিন্ধু প্রদেশে হয়। ✯ প্রাথমিক শিক্ষা এবং কোরআনের হিফয হায়দারাবাদ সিন্ধু প্রদেশের একটি সুন্নী জামেয়া থেকে করেন, অতঃপর লাড়কানা থেকে হায়দারাবাদ এরপর **১৯৮৯** সালে করাচী চলে আসেন। (মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী, ১৩ পৃষ্ঠা) ✯ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহনের বরকতে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। ✯ তিনি তাঁর স্বভাবে অন্যান্য ছাত্রদের থেকে আলাদা বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন। ✯ তাঁর অভ্যাস ছিলো যে, প্রতিদিন কোরআনে করীমের এক মঞ্জিল তিলাওয়াত করা, এভাবে ৭দিনে সম্পূর্ণ কোরআনে পাক খতম করে নিতেন। ✯ মুখের হিফাযতের ব্যাপারে খুবই শক্তিশালী মানসিকতা বানিয়ে রেখেছিলেন, কথাবার্তা নিজের থেকে শুরু করার পরিবর্তে অপরজনের জন্য অপেক্ষা করতেন। ✯ তাঁকে কখনো অট্টহাসি দিতে দেখা যায়নি, মুখে মুচকী হাসি অবশ্যই দেখা যেতো। ✯ তাঁর লিখিত ফতোয়ার সংখ্যা প্রায় ৪০০০। ✯ ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ সালে তাঁর মুর্শিদ, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর সাথে হজ্ব ও মদীনার যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। (মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী, ১৪-১৬ পৃষ্ঠা) ✯ হজ্বের সৌভাগ্য অর্জনের পর ২০০২ সালে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার সদস্য হন এবং শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত মারকাযী মজলিশে শূরার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। (মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী, ১৭ পৃষ্ঠা) ✯ তাঁর অভ্যাস ছিলো যে, প্রতি মাসে নিয়মিত ৭২টি মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা জমা করাতেন। (মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী, ২৫ পৃষ্ঠা) ✯

তিনি অসংখ্য নেক গুণাবলী যেমন; খোদাভীতি, ইশকে রাসূল, দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী, অল্পেতুষ্টতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং বিনয় ও নম্রতার অধিকারী ছিলেন। ✯ এর পাশাপাশি তিনি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবের উপরও আমলকারী, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, সময়ের গুরুত্ব প্রদানকারী, উত্তম শিক্ষক এবং অনন্য ইমাম ছিলেন। (মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী, ৩৪-৪৬ পৃষ্ঠা) ✯ ১৮ মুহাররামুল হারাম ১৪২৭ হিজরী অনুযায়ী ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সালে শুক্রবার জুমার নামাযের পর তিনি এই দুনিয়া থেকে পর্দা গ্রহন করেন। (মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী, ৫৭ পৃষ্ঠা) ✯ তাঁর জানাযার নামায আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচীতে তাঁরই পীর ও মুর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه পড়ান। ✯ তাঁর মাযার মুবারক সাহরায়ে মদীনা, টোল প্লাজা করাচীতে অবস্থিত। (মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী, ৬১-৬৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে আসা যাওয়ার আদব

হে আশিকানে রাসূল! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর **"১০১টি মাদানী ফুল"** পুস্তিকা থেকে ঘরে আসা যাওয়ার আদব শ্রবণ করি: ✯ যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন: بِسۡمِ اللّٰهِ تَوَكَّلۡتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ **অনুবাদ: আল্লাহ**র নামে আরম্ভ, আমি **আল্লাহ**র উপর ভরসা করছি। **আল্লাহ** প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই। (আবু দাউদ, ৪/৪২০, হাদীস ৫০৯৫) এ দোয়া পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে। **আল্লাহ পাকে**র সাহায্যের আওতায় থাকবে। ✯ ঘরে প্রবেশের দোয়া: اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡاَلُكَ خَيۡرَ الۡمَوۡلَجِ وَخَيۡرَ الۡمَخۡرَجِ بِسۡمِ اللّٰهِ وَلَجۡنَا وَبِسۡمِ اللّٰهِ خَرَجۡنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلۡنَا **অনুবাদ: হে আল্লাহ!** আমি তোমার নিকট প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় মঙ্গল প্রার্থনা করছি। **আল্লাহ**র নামে আমি (ঘরে) প্রবেশ করছি এবং তারই নামে বের হই এবং আপন প্রতিপালকের উপর আমরা ভরসা করছি। (প্রাগুক্ত, হাদীস ৫০৯৬) এ দোয়টি পড়ে ঘরের অধিবাসীদের সালাম করে অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম আরয করুন, এরপর সূরা ইখলাস পাঠ করুন اِنۡ شَآءَ الله ঘরে বরকত ও

পারিবারিক কলহ থেকে মুক্ত থাকবে। ✯ নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম-মুহরিমাদেরকে, (যেমন; মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। ✯ **আল্লাহ পাকের** নাম নেওয়া যেমন; بِسۡمِ اللّٰہ বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে, শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে।

ঘোষণা

ঘরে আসা যাওয়ার অবশিষ্ট আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**